বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 12, Issue 01, 2021

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এম পি মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. মো: আবদুল জলিল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এম পি মহোদয়ের সাথে গত ০৬/০৩/২০২১ খ্রি. সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় মন্ত্রী মহোদয় প্রাণিসম্পদ খাতে বিশেষ অবদান রাখায় বিএলআরআই-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিএলআরআই প্রাণিসম্পদ খাতকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী মহোদয় নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মহোদয়কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। মহাপরিচালক মহোদয় মন্ত্রী মহোদয়ের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিএলআরআই) এর পক্ষ থেকে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৬.০০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর বিভাগীয় প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দেওয়া শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল এর নেতৃত্বে এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর বিভাগীয় প্রধানগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণসহ সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালকবৃন্দের মিলনমেলা

স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে হবে। স্বাধীনতা দিবস বহু জায়গায় বহুভাবে অবহেলিত হয়ে কেটে যায়। কিভাবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কি ধরনের অত্যাচার এদেশের মানুষের উপরে হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় কি হারে মানুষ মারা গিয়েছে, কিভাবে এদেশের বোনদের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে, এগুলো স্মরণে না রাখা উচিৎ হবে না। এসব ইতিহাস আমাদের জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের উচিৎ হবে মুক্তিযুদ্ধের উপরে লেখা বইগুলো নিয়ে লাইব্রেরি করে মানুষকে সেগুলো পড়তে উৎসাহিত করা। প্রয়োজন পড়লে তাদেরকে শিক্ষিত করে তারপর এসব বই পড়াতে হবে।

সাভারে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন, বিএলআরআই এর প্রথম পরিচালক ও একুশে পদক বিজয়ী বিজ্ঞানী কৃষিবিদ ড. মির্জা এম. এ. জলিল।

অতীত জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নানা পট পরিবর্তনের স্মৃতিচারণ করে এসময় তিনি আরও বলেন, ৭৫'র পরে দীর্ঘ ২৮ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে ছিলো। এই ২৮ বছরে পাকিস্তানের পক্ষের আর বাঙ্গালীদের বিপক্ষের

শক্তি চেষ্টা করে গেছে জাতিকে বিভ্রান্ত করার। এখনও সেই প্রচেষ্টা চলমান। তাদের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিতে হবে। পাকিস্তানীরা যে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে সবাই মিলে তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। একুশে পদক অর্জনের কৃতিত্ব তিনি তাঁর সকল সহকর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তিনি এমন আয়োজনের জন্য বিএলআরআই এর বর্তমান মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালক ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, ড. তালুকদার নূরুন্নাহার ও ড. নাথু রাম সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর বর্তমান মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল।

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক বলেন, আমি ভাগ্যবান এই জন্য যে একজন মাঠ পর্যায়ে যুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন দেখে যেতে পারছি। আজকের এই মহান দিনে আমি স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া সকল শহীদদের। তারা আত্মত্যাগ না করলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না, স্বাধীনতা না পেলে আমরা মহাপরিচালকের মত পদে নিযুক্ত হতে পারতাম না। একই সাথে এমন একটি আয়োজনের কারণে আজকের দিনটি আরও বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান বলেন, বঙ্গবন্ধুই দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তিনিই ৭ মার্চ এবং পরবর্তীতে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও খাদ্যসমস্যা দূর করার দিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তারই হাত ধরে জননেত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দোরগোড়ায়। ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হয়েছে, দুগ্ধ খাতের যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে তাতে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দুধের চাহিদাও পূরণ হবে। তবে আয় বাড়ার সাথে সাথে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের পরিমাণও বাড়বে। এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য দ্রুতই সমন্বিত একটি গবেষণা ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রধান অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ড. মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নের্তৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বিএলআরআই এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতার লক্ষ্য ছিলো কৃষিখাতের উন্নয়ন। এজন্য তিনি কৃষিবিদদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে গেছেন, বিএলআরআই এর কর্মরতরাও তার সুফলভোগী। গবাদি পশুর উৎপাদন বাড়ছে, প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের কী করণীয়, আমরা কী করছি, আমাদেরকে কী করতে হবে।

ড. তালুকদার নূরুন্নাহার প্রতিষ্ঠানের কর্মরতদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের এই মহামিলন মেলায় আসতে পেরে আমি দারুণ আনন্দিত। জাতির পিতার কন্যার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে তাল মিলিয়ে বিএলআরআই-ও এগিয়ে যাবে। প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করতে গবেষণার বিকল্প নেই। এর জন্য আপনাদেরকেই কাজ করে যেতে হবে। যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে, নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হবে।

ড. নাথু রাম সরকার এমন আয়োজনের জন্য বর্তমান মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানিয়ে এই পরিবেশ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আনতে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। প্রতিবেশী যেকোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ খাতের বর্তমান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ এর আগেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তবে প্রযুক্তির মধ্য দিয়েই সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। নীতি-নির্ধারকদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা পেলে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবার যে লক্ষ্যমাত্রা তা পূরণ করা সম্ভব হবে।

বিএলআরআই এর ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ অর্জন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯" অর্জন করেছে।

গত ১৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় নির্বাচিত শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে এক জমকালো 'ট্রফি বিতরণ ও সনদ প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। বিএলআরআই এর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কে এম আলী আজম।

শিল্পমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকারের রূপকল্পগুলোকে সাফল্যের সাথে অর্জন করতে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে মূলভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে শিল্পমন্ত্রী নিজ নিজ শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি অন্যান্য শিল্পকারখানার জন্যও মডেল হিসেবে পরিচিতি অর্জনের তাগিদ দেন। একই সঙ্গে সবুজ শিল্প ও উৎপাদনে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়লে মালিক, শ্রমিক, ভোক্তা এমনকি সরকারও তার সুফল পেয়ে থাকে। দক্ষতার সঙ্গে এবং কম খরচে পণ্য বা সেবা উৎপাদন মালিকপক্ষের আকাঙ্খার পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রতি যত্নশীল ও গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এফবিসিসিআই'র সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম বলেন, সরকারের সহযোগিতা ও ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের

মতো ঘুরে দাঁড়াবে।

পুরস্কার অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার বলেন, এ পুরস্কার অর্জনের ফলে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। বিএলআরআই একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এদেশের প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে খামারি ও উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। আগামীতে এই যাত্রা আরও দৃঢ়তর হবে।

নির্ধারিত ০৫টি ক্যাটাগরির মধ্যে মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বিএলআরআই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরি শাখায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও এনপিও শাখার উদ্যোগে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড নীতিমালা, ২০২০' অনুযায়ী বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিএলআরআই সহ ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক গত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহীদ দিবস উদযাপিত হয়েছে।

রাত ১২.০১ ঘটিকায় একুশের প্রথম প্রহরে সাভার উপজেলায় অবস্থিত নবনির্মিত স্বাধীনতা চত্বরের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি শুরু হয়। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এর নেতৃত্বে এসময় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

এরপর সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের চতুর্থ সভার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

পরিত্র কুর'আন থেকে তিলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পর্যায়ের একাধিক বক্তা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রকাশনায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার বলেন, মাতৃভাষায় দক্ষ না হলে অন্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। নিজের ভাষাকে আত্মস্থ করতে পারলে অন্য ভাষা শেখা সহজ হয়। তাই নিজের ভাষা আগে সঠিকভাবে জানতে হবে, চর্চা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। গবেষণা ক্ষেত্রে এখন বাংলাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে প্রযুক্তির অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ, শ্রুতিমধুর ও বোধগম্য ভাষার ব্যবহার করতে হবে। বিএলআরআই প্রাঙ্গনে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা যায় কি না, তার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি একুশের চেতনা বাস্তবায়নে সবাইকে একসাথে কাজ করার এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

মহাপরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য শেষ হবার পরে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত

"বঙ্গবন্ধু বলেছেন 'খাদ্য বলতে শুধু ধান, চাল, আটা, ময়দা আর ভূট্টাকে বোঝায় না; বরং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি এসবকে বোঝায়।' দেশ আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। মননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, লাভ করেছে উন্নয়নশীল দেশের খেতাব। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে এবং উন্নত দেশ হয়ে উঠতে হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে এবং তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের বিজ্ঞানীদের নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে।"

গত ১৭/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ, রোজ বুধবার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস পালনের কর্মসূচি উদ্বোধনকালে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল একথা বলেন।

এসময় মহাপরিচালক আরও বলেন, স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমৃদ্ধ কৃষির যে কোন বিকল্প নেই এটা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। একটি দেশের কৃষির উন্নয়নে প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণার বিকল্প যে আর কিছু হতে পারে না, তা বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন। এই বিজ্ঞানমনস্কতা থেকেই তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটসহ একাধিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে যান। কৃষিবিদদের সামাজিক স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদমর্যাদা প্রদান করেন।

দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৬.০০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মাননীয় মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত অস্থায়ী বেদিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও বাদ জোহর বিএলআরআই

মসজিদে জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিলো বিএলআরআই এর প্রধান ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে আলোক সজ্জা এবং শিশু ও কিশোরদের জন্য বাসায় থেকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও রচনা লেখা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আয়োজন। উল্লেখ্য দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত পরিসরে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিএলআরআই জাতির পিতার জন্মদিন ও শিশু দিবসের কর্মসূচি পালন করে।

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন 'বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার' এর পাইলটিং কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

দুগ্ধ খামারে প্রজনন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) উদ্ভাবিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন 'বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার' এর পাইলটিং কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনে বিএলআরআই এর ইনোভেশন টিম গত ০৫/০১/২০২১ খ্রি.সাভারের পাথালিয়া ইউনিয়নের পানধোয়া বাজারের 'পাথালিয়া ডেইরী খামার' পরিদর্শন করে।
এসময় বিএলআরআই এর ইনোভেশন অফিসার ড. নাসরিন সুলতানা খামারি ও বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার অ্যাপ ব্যবহারকারী মোঃ আনিসুর রহমানের সাথে অ্যাপ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা, অ্যাপের সীমাবদ্ধতা ও খামারি পর্যায়ে এর সাফল্যের সম্ভাবনার নানা দিক নিয়ে কথা বলেন।

ছাগলের পিপিআর ভেক্সিনেশন কর্মসূচি

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের অধীন ছাগলের পিপিআর ভেক্সিনেশন কর্মসূচি চুয়াডাঙ্গা জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর-ডা. সোনিয়া আক্তার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

রাজশাহীতে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" প্রকল্প থেকে ৩০ জন ছাগল খামারীকে নিয়ে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত ০৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে শুরু হয়ে ৮/১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চলিক কেন্দ্র, রাজাবাড়ি হাট, রাজশাহী তে প্রশিক্ষণ টি অনুষ্ঠিত হয়। গত ০৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রুহুল আমিন আল ফারুক, উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ ইসমাইল হক, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী, ডাঃ সুব্রত কুমার সরকার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. জালাল উদ্দিন সরকার, ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সঞ্চালনা করেন ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই। ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে খামারীদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা হাতে কলমে শিখানো হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শেষ দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার, সভাপতিত্ব করেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব ড. ছাদেক আহমেদ এবং সঞ্চালনা করেন উক্ত প্রশিক্ষণের কোর্স কো- অর্ডিনেটর ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই। মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে খামারীদেরকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গুরুত্ব ও এর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

ময়মনসিংহে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত

২৯/০১/২০২১ তারিখে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব ড. নাথু রাম সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মো: আব্দুল জলিল, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাণি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই; জনাব ড. মো. আবু সাইদ সরকার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথিবৃন্দ উদ্বোধন শেষে ট্রেনিং সেশন পরিচালনা করেন। উক্ত ট্রেনিং কার্যক্রমটি পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন জনাব ডা. মেহেদী হাসান সুমন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব ড. ছাদেক আহমেদ এবং সঞ্চালনা করেন প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটর জনাব ড. মোঃ আলী আকবর ভূঁইয়া, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই। ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে খামারীদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাগল পালন ও বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি হাতে কলমে শিখানো হয়।

কুষ্টিয়ায় "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" প্রকল্প এর অর্থায়নে নির্বাচিত ছাগল খামারীগণকে নিয়ে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খামারীদের ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরে মহাপরিচালক মহোদয় কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার ভবদহ গ্রামে কয়েকজন খামারীর বাড়ি গিয়ে প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং খামারীগণকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সংকরায়ন না করে এই জাত সংরক্ষণে ভূমিকা রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব ড. ছাদেক আহমেদ এবং সঞ্চালনা করেন উক্ত প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটর ড. আলী আকবর ভূঁইয়া, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই। প্রশিক্ষণে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া, জনাব ডা. মো. সিদ্দিকুর রহমান উদ্ভোধনী দিন সহ প্রতিদিন উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা। এছাড়াও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারি সার্জন উক্ত খামারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগকে ধন্যবাদ জানান এবং এই সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

"নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শিরোনামে গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ দুই দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালার উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ। এ সময় তিনি নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। সভাটি সঞ্চালনা করেন বিএলআরআই এর ইনোভেশন অফিসার এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নাসরিন সুলতানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ এর হাতে বিএলআরআই এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী। উক্ত কর্মশালায় বিএলআরআই এর ২৫ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিএলআরআই এ বিদ্যমান সেবাগুলোকে কিভাবে আরও নাগরিকবান্ধব করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ" শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ" শিরোনামে গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ দুই দিনব্যাপী, একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালার উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) জনাব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক। এ সময় তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং বিএলআরআইতে বিদ্যমান নাগরিক ও আভ্যন্তরীণ সেবাকে কিভাবে আরও সহজ করা যায় সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। একই সাথে প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি সেবা প্রত্যাশীবান্ধব করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জনাব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক তাঁর থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল নানা অভিজ্ঞতা যেভাবে কর্মশালায়

অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাতে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকলে আরও সমৃদ্ধ হবেন এবং কি করে ইনস্টিটিউটকে আরও উন্নত করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

উদ্বোধনী সভাটি সঞ্চালনা করেন কোর্স ডিরেক্টর এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নাসরিন সুলতানা। এছাড়াও কর্মশালার কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে ছিলেন ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব কামরুন নাহার মনিরা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী সভা শেষে বিএলআরআই এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে কর্মশালাটি শুরু হয়। উক্ত কর্মশালায় বিএলআরআই এর ২৫ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিএলআরআই এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান কয়েকটি সেবা কিভাবে আরও সহজে প্রদান করা যায় এবং আরও বেশি নাগরিক বান্ধব করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

"সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা আয়োজিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সম্পর্কে একটি অবহিতকরণ সভা গত ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে অত্র ইনস্টিটিউটের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, সিটিজেন চার্টার বিষয়ক পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্যগণ, সেবা ও সহায়তা বিভাগের বিভিন্ন শাখার প্রধানগণ, ও ফার্ম সুপার।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নাগরিকের যতটুকু সেবা পাওয়ার অধিকার, ততটুকু সেবা তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। ইনস্টিটিউট সম্পর্কে যাতে ভালো ধারণা তৈরি করা সম্ভব হয়, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের সাথে সাথে ভবিষ্যতে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এবং বিএলআরআই এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজনের আহ্বান জানান। একই সাথে ইনস্টিটিউটের প্রধান ফটকে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করার ব্যাপারেও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে নাগরিক তার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সহজেই জানতে পারেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা এবং সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হওয়ার ব্যাপক আকারে সেবা প্রদানের সুযোগ প্রতিষ্ঠানের নেই। তবুও যতটা সেবা নাগরিককে দেওয়া হয়, তা নাগরিককে জানাতে হবে। তথ্য অবমুক্ত করতে হবে। একই সাথে তিনি ইনস্টিটিউটের কর্মচারীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা সম্পর্কে ও প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরীসূত্রে প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করেন।

ল্যাব ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ অবস্থিত 'সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি ফর পিপিআর' ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আজহারুল আমিন, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ এবং বিএলআরআই এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিএলআরআই এ চলমান জুনোসিস ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় উক্ত সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

"বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ "বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন" শিরোনামে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিঃ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) কর্মশালার উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। এসময় তিনি বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) ফরম পূরণের নিয়মাবলী সম্পর্কে উপস্থিত বিজ্ঞানীগণের কাছে জানতে চান। পাশাপাশি তিনি এসিআর ফরম পূরণের নিয়মাবলী ও অনুশাসন এবং ফরম পূরণের সময় অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা, অনুবেদনকারী কর্মকর্তা ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

উদ্বোধনী সভা শেষে কর্মশালাটি শুরু হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব (আইন) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বিএলআরআই এর ৪৭ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ও ব্যবহারিকভাবে হাতে কলমে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান সবাই যেন অনুসরণ করেন সেই আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের সময় সব কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে দিক-নির্দেশনা দেন। মাননীয় সচিব জনাব রওনক মাহমুদ ও যুগ্মসচিব (আইন) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

উদ্বোধনী সভাটি সঞ্চালনা করেন প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও উর্ধ্বতন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ড. কামরুন নাহার মনিরা। এছাড়াও কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা।

খামারীদের বিএলআরআই এর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ " প্রদান

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার স্যার "বিএলআরআই এর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ" কর্মসূচি উদ্বোধন ও খামারীদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের বিভিন্ন সেড পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু, বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর অংশ হিসেবে মহাপরিচালক মহোদয়সহ, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী পরিদর্শন করেন। মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহাপরিচালকের বিদায় ও নবনিযুক্ত মহাপরিচালকের বরণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই) এর বিদায়ী মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার মহোদয়ের বিদায়ী সংবর্ধনা ও নব-নিযুক্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের বরণ অনুষ্ঠান গত ০৪/০৩/২০২১ খ্রি তারখে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) জনাব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

বিএলআরআই এর নব-নিযুক্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। বিদায়ী মহাপরিচালক এর উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শাকিলা ফারুক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিদায়ী মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ করেন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় বক্তারা তাঁর উদ্ভাবনী কৃতিত্ব, কর্মকুশলতা, ক্ষমাশীলতা, ভদ্রতা, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর সুনাম, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা বিষয় তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি জনাব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, "ড. নাথু রাম সরকার ছিলেন একজন নিরেট ভদ্রলোক। কাজের মাধ্যমে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আপনারা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে মেধা ও মননের প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে একেক জন নাথু রাম সরকার হয়ে উঠবেন, দেশ ও জাতির জন্য সুফল বয়ে আনবেন বলে প্রত্যাশা করছি।" একই সাথে তিনি বিদায়ী মহাপরিচালক যেন ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখেন সেই আহ্বান জানিয়ে ও বিদায়ী মহাপরিচালকের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বিদায় অনুষ্ঠান কষ্ট দেয়, যখন বিদায়ী অতিথি হন প্রিয় ব্যক্তি। ড. নাথু রাম সরকার তাঁর কর্মদক্ষতা, প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।" একই সাথে বিদায়ী মহাপরিচালকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যেন কাজে লাগানো হয় সেই আহ্বান জানান।

নব-নিযুক্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আজকের এই আয়োজন বিদায় অনুষ্ঠান নয়, আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। ড. নাথু রাম সরকার অত্যন্ত সফলতার সাথে তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। বিদায় বেলাতেও তিনি ৪১ জন কর্মকর্তার পদোন্নতির ব্যবস্থা করে গেছেন, যা ইতোপূর্বে আর কেউ দিতে পারেননি। তিনি একজন ভদ্র, উদার ও বড় মন-মানসিকতার মানুষ। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিই প্রমাণ করে জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কতটুকু।" একই সাথে তিনি কৃষিবিদদের অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি প্রদান করায় বর্তমান সরকার এবং প্রবিধান-পদোন্নতি বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য মন্ত্রণালয়কে ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে বিএলআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পেনশন চালু করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

বিদায়ী মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার তাঁর বিদায়ী বক্তব্যে বলেন, "আমি গর্বিত ও সম্মানিত অনুভব করছি। বিএলআরআইকে আমি চিরদিন মনে রাখবো। চেষ্টা করেছি নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার, যখন যে দায়িত্ব পেয়েছি তা যতটা সম্ভব পালন করার চেষ্টা করেছি। মন্ত্রণালয় থেকে সব সময় সর্বোচ্চ সহযোগিতা পেয়েছি। আমার দ্বার বিএলআরআই এর জন্য সর্বদা উন্মুক্ত।" প্রতিষ্ঠানের জনবল বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করে এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সচিব জনাব রওনক মাহমুদের বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ মহোদয় গত ২৬ /০১/২০২১ খ্রি. তারিখে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের অধীনে নবনির্মিত শেড পরিদর্শন করেন। একইসাথে তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সার্বিক গবেষণা কার্যক্রম সহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমও অবলোকন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব কাজী শামস্ আফরোজ মহোদয়, বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার মহোদয়, বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মহোদয়সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালযরে সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব সুবোল বোস মনি মহোদয় গত ০৮.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সার্বিক গবেষণা কার্যক্রম অবলোকন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএফও, কক্সবাজার মহোদয় এবং ডিএলও কক্সবাজার ও বান্দরবান মহোদয়।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি জোরদারকরণ সভা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই) এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক রোগ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি জোরদারকরণের লক্ষ্যে গত ২২/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখে এ সংক্রান্ত একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইন্সটিটিউটের মাননীয় মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এবং বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ।

সভায় উপস্থিত বক্তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করা, সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নসহ করোনা মহামারি মোকাবেলায় করণীয় সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন।

মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকায় আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে। যার যার জায়গা থেকে আমরা নিজেরা সচেতন হলেই কেবল নিজের ও অপরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এই মহামারির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও তিনি বিএলআরআই এর প্রধান ফটক এবং অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একাধিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে তিনি গত কয়েকদিনে দেশে কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের আশু রোগমুক্তি কামনা করেন।

ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা, ২০২১

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অনুযায়ী ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা, ২০২১ গত ৩১/০৩/২০২১ তারিখ বুধবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ০৫ টি উদ্ভাবনী আইডিয়া উপস্থাপন করে। আইডিয়াসমূহ যথাক্রমে ১. পোল্ট্রি খামারে গবেষণা কার্যক্রমে ডিজিটাল রেকর্ডিং সিস্টেম ২. প্রাণির টেলিমেডিসিন সেবা ৩. প্রশিক্ষণ জানালা (ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সেবা) ৪. গ্রীনওয়ে অ্যাপস ও ৫. ডিজিজ এন্ড ভ্যাকসিন ক্যালেন্ডার। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রওনক মাহমুদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থার আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল, শোকেসিং কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ।

উপদেষ্টা
ড. মোঃ আবদুল জলিল
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
দেবজ্যোতি ঘোষ